শাবির জন্য ৯৮৭ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

জিয়াউল ইসলাম, শাবি

১০ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১০ জুলাই ২০১৯ ০০:১৬

১৯৯১ সালে একাডেমিক পথচলা শুরু করার পর থেকে বিগত ২৮ বছরে অবকাঠামোগত দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে পার করেছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয় (শাবি)। ১০ হাজার শিক্ষার্থী ও ২৮টি বিভাগের বিপরীতে মাত্র ছয়টি একাডেমিক ভবন দিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছিল দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপীঠটি। এ ছাড়া মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন সুবিধার নিশ্চয়তা রয়েছে হলগুলোয়। অবকাঠামোগত সংকট যখন চরমে ঠিক সেই মুহূর্তে ৯৮৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকার অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন হয়েছে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের আবাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১০তলা ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য পৃথক দুটি হল এবং গ্র্যাজুয়েট ও বিদেশি ছাত্রদের জন্য ১টি ৭ তলা হোস্টেল অনুমোদন হয়। বর্তমানে দশ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৫টি হলে মাত্র ২১৬১টি আসন রয়েছে। নতুন আবাসিক হল নির্মাণ হলে ছাত্রীদের শতভাগ আবাসন নিশ্চিত হবে।

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১১ তলাবিশিষ্ট দুটি আবাসিক ভবন, জুনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১১ তলাবিশিষ্ট দুটি আবাসিক ভবন, কর্মচারীদের জন্য ১০ তলাবিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ হবে। বর্তমানে বেশিরভাগ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিশ^বিদ্যালয় এলাকার

বাইরে থাকতে হয়। এ ছাড়া একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনতে ১০ তলাবিশিষ্ট ৩য় প্রশাসনিক ভবন, ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগগুলোর ১০ তলাবিশিষ্ট দুটি একাডেমিক ভবন, ভৌত বিজ্ঞান, কৃষি ও খনিজ বিজ্ঞানবিষয়ক বিভাগগুলোর জন্য ১০ তলা একাডেমিক ভবন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন, বাংলা, ইংরেজি বিভাগ ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের জন্য ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ হবে। বর্তমানে মাত্র ৬টি একাডেমিক ভবনে প্রায় ২৮টি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পে মোট ২০টি খাতের মধ্যে বাকিগুলো হলোÑ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ, শাহজালাল বিশ^বিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের জন্য ৬ তলা ভবন নির্মাণ, ১০ তলাবিশিষ্ট ক্লাব কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ছাত্রদের হলগুলোর জন্য ৪ তলাবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ, কেন্দ্রীয় গ্যারেজ বর্ধিতকরণ নির্মাণ কাজ, প্রধান সড়কের উভয় পাশে ১৫ মিটার স্প্যানের দুটি ব্রিজ নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ।

উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ^বিদ্যালয়ের জন্য যা যা দরকার তার সবই এ প্রকল্পে রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আগামী তিন দশকে মৌলিক অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়নের প্রয়োজন হবে না। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। প্রকল্পের জন্য কাজ করায় বিশ^বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

advertisement